আগামী প্রজন্মের জন্য চাই বাসযোগ্য পৃথিবী

সেলিনা আক্তার

জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুন্দর বিশ্বগড়ার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) লক্ষ্য মাত্রা গৃহীত হয়েছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্য ১৫ নম্বরে আছে 'স্থলজ জীবণ' বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আজ আমাদের জীবনে গতি এনে দিয়েছে। প্রতিদিন বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অগ্রযাত্রা আমাদের মুগ্ধ করছে। ঘরে বসে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও অনিয়মতান্ত্রিক ব্যাবহার ডেকে আনছে বিপর্যয়। তেমনি পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্যের নানামুখী ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে গ্রাস করছে। আমরা আমাদের পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করে আধুনিকতা ও উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছি। আমরা পণ্যের চাকচিক্য বৃদ্ধিতে সহজে বহনযোগ্য বা সামান্য আরামআয়াশের জন্য অতিমাত্রায় প্যাকেটজাত, বোতলজাত পণ্যের দিকে ঝুকে পড়ছি । সারাদেশের আনাচে কানাচে ছেয়ে গেছে এই প্যাকেজিং ও বোতলজাত পণ্য। যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য সুবিধা বয়ে আনলেও সামগ্রিকভাবে সীমাহীন ক্ষতি সাধন করছে। পলিথিন (polythene) হচ্ছে ইথিলিনের পলিমার। এটি অত্যন্ত পরিচিত প্লাষ্টিক। উচ্চচাপ (১০০০ - ১২০০ atm) ও তাপমাত্রায় (২০০±C) সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তরলীভূত হয়ে অসংখ্য ইথিলিনের অণু (৬০০-১০০০, মতান্তরে ৪০০-২০০০ অণু) পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে পলিথিন গঠন করে। পলিথিন সাদা, অস্বচ্ছ ও নমনীয় কিন্তু শক্ত প্লাস্টিক। এসিড, ক্ষার ও অন্যান্য দ্রাবক দ্বারা আক্রান্ত হয় না। উত্তম তড়িৎ অন্তরক।

পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হলো সুস্থ পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যত্যয় ঘটলে পরিবেশ দূষণ হয় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক মাত্রার অবক্ষয় দেখা দেয়। মাটি, পানি, আলো, বাতাস, জলাশয়, হাওর, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, হিমবাহ, মরুভূমি, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, মেঘমালা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি এবং পরিবেশের সজীব উপাদানগুলো উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। এ পরিবেশের মধ্যে বিরাজ করছে মানব কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশ, যেমন- ঘরবাড়ি, গ্রাম-শহর, সুউচ্চ ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, মোটরযান, রেলওয়ে, উড়োজাহাজ, রকেট, স্টিমার, ইটভাটা, বিদ্যুৎ, শিল্পকারখানা, ইন্টারনেট, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, জাহাজ-শিল্প, অস্ত্র-কারখানা, পারমাণবিক চুল্লি ইত্যাদি। সুতরাং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় পরিবেশের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এ সুন্দর পরিবেশ। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য অজীব ও সজীব প্রতিটি উপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক কারণে এ উপাদানগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলে সামগ্রিক পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং পরিবেশ দূষণ হয়। মানুষের অসচেতনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত আচরণের কারণেই পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার দ্রব্যের মোড়কে প্রতিদিনই পলিথিন এবং প্লাস্টিক মোড়ক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ওই দ্রব্যগুলো ব্যবহারের পর বর্জ্য হিসেবে পলিথিন এবং প্লাস্টিকের মোড়কগুলো ড্রেন, রাস্তাঘাট, মাঠে-ময়দানে, নদী-নালা, খালবিল এবং ফসলের মাঠে ফেলা হচ্ছে। পলিথিনই একমাত্র বস্তু পণ্যবহন বা প্যাকেটজাত করা ছাড়া এর আর কোনো উপকারিতা নেই। বিপরীতে রয়েছে অসংখ্য ক্ষতিকর প্রভাব। এমনকি পলিথিনই একমাত্র বস্তু যার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে একটি দেশ। পলিথিন ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পলিথিন উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে এটির বাজারজাতকারী ও ব্যবহারকারীরা পর্যন্ত জটিল স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে পলিথিন জীবাণু বিয়োজ্য (biodegradable) নয়। ব্যবহৃত পলিথিনের পরিত্যক্ত অংশ দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত ও অবিকৃত থেকে মাটি, পানি ইত্যাদি দূষিত করে। পলিথিন মাটির উর্বরতা হ্রাস করে ও মাটির গুনাগুন পরিবর্তন করে ফেলে। পলিথিন পোড়ালে এর উপাদান পলিভিনাইল ক্লোরাইড পুড়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাস দূষিত করে । পলিথিনের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর তলদেশ কয়েক মিটার গভীর পলিথিনের আস্তরণে ঢেকে আছে। অনিয়ন্ত্রিত প্লাস্টিক ও শিল্পকারখানার রাসায়নিকে নদীর পানি দূষণ ছাড়াও মাটির গুনাগুন ও ভূগর্ভে পানি নিষ্কাশনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ায় পানির স্তর দ্রত নীচে নেমে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের খাল ও নিম্নাঞ্চলেও কয়েক ফুট গভীর পলিথিনের স্তর জমে আছে। শহরের স্যুয়ারেজ লাইনে পলিথিন জমার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাগুলো পানিবদ্ধতার শিকার হচ্ছে। এ বছর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২২টি খাল থেকে ৭৯ হাজার টন পলিথিন বর্জ্য অপসারণের তথ্য জানা গেছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজধানীর ড্রেনেজ সিস্টেমে জ্যাম লাগিয়ে রাখা আবর্জনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যার কারণ পলিথিন। পলিথিনের কারণে অন্য সব আবর্জনাও জট পাকিয়ে থাকে। তাই নগরবাসী যখন অপচনশীল পলিথিন রাস্তায় ফেলছেন, তা বহুবছর কোন না কোন ড্রেনে আটকে থাকে কিংবা বুড়িগঙ্গানদীসহ আশপাশের কোন জলাশয়ে গিয়ে জমে থাকে। এ কারণেই পলিথিন বর্জ্যে বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের জলাশয়গুলো ভয়াবহ দূষণের শিকার।

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থ ডে নেটওয়ার্ক এক প্রতিবেদনে বলছে ,পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে সারাবিশ্বে বাংলাদেশ এখন দশম স্থানে। সম্প্রতি এসডো নামক এক বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে দেশে করোনাভাইরাস মহামারীকালে এক বছরে ৭৮ হাজার টনেরও বেশি পলিথিন বর্জ্য উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রাজধানী ঢাকায় পাঁচ হাজার ৯৯৬ টন। গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রাজধানীর একটি পরিবার গড়ে প্রতিদিন ৪টি পলিথিন ব্যবহার করে। সে হিসেবে শুধু রাজধানীতে ঢাকার মানুষই প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি

পলিথিন ব্যবহার করে। আর ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে রাখে এসব পলিথিন। এ কারণেই রাজধানী ও আশপাশের এলাকা এখন ভয়ঙ্কর পলিথিন দূষণের মুখে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) প্রকাশিত তথ্যমতে, শুধু রাজধানী ঢাকায়ই দিনে প্রায় ২ কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হচ্ছে। আর বিশ্বে প্রতিবছর ব্যবহার হচ্ছে পাঁচ লাখ কোটি পলিথিন।

পলিথিনে খাবার সংগ্রহ করে তা গ্রহণের ফলে মানব শরীরে বাসা বাঁধছে ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগ। বর্তমানে ছোটো–বড়ো সব ধরনের হোটেল বা রেস্তোরাঁতে দেখা যায় পলিথিনের ব্যবহার। বিশেষজ্ঞদের মতে, পলিথিনে গরম খাবার ঢালার সঙ্গে সঙ্গে বিসফেলন-এ তৈরি হয়। বিসফেলন-এ থাইরয়েড হরমোনকে বাধা দেয়, বিকল হতে পারে লিভার ও কিডনি। বিসলেন-এ গর্ভবতী নারীর রক্তের মাধ্যমে ভ্রূণে চলে যাওয়ার কারণে ভ্রূণ নষ্ট হতে পারে এবং দেখা দিতে পারে বন্ধ্যাত্ব। সদ্যোজাত শিশুও বিকলাঙ্গ হতে পারে। পলিথিনের ব্যাগে করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া খাবার গ্রহণ করলেও সমান ক্ষতি হতে থাকে। পলিথিন ব্যাগ এবং প্লাস্টিক দ্রব্যসামগ্রী যেখানে উৎপাদিত হচ্ছে সেখানেও প্রতিনিয়িতই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হচ্ছে যা বায়ুমন্ডলে মিশে যাচ্ছে এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে । প্লাস্টিক পণ্যের দূষণ থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে সচেতনতা জরুরি। পণ্য উদ্যোক্তারাও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা যদি কিছু সুবিধা দিয়ে ভোক্তাদের কাছ থেকে পণ্যের প্লাস্টিক মোড়ক, বোতল ফেরত নেন, তাহলে অনেক বর্জ্য খোলা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে না। বাংলাদেশ পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকারী প্রথম দেশ। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পলিথিন ব্যবহার বন্ধে বাংলাদেশে সরকার ২০০২ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫-এর প্রেক্ষিতে পলিথিনের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার, উৎপাদন, বিপণন এবং পরিবহন নিষিদ্ধ করা হয়। আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন করে তাহলে ১০ বছরের কারাদন্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা, এমনকি উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারে। সেই সঙ্গে পলিথিন বাজারজাত করলে ছয় মাসের জেলসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করা হয়।

বর্তমানে পলিথিনের পাশাপাশি ওয়ানটাইম বোতল, প্লেট, চামচ, কাপসামগ্রী ব্যবহারে মানুষ ঝুঁকে গেছে। এগুলোর প্রতি এখনই দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি এই ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদেরকে পাট শিল্পের দিকে সুনজর দিতে হবে। উৎকৃষ্ট মানের পাটের অন্যতম উৎপাদক হিসেবে বাংলাদেশ পাটের সৃষ্টিশীল ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার হ্রাস করতে পারে। যেখান থেকে পলিথিন উৎপাদন হচ্ছে সেসব কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পলিথিনসহ প্লাস্টিক পণ্যের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব মোড়ক ও পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ ও বিপণন ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করতে হবে। পলিথিন ও প্লাস্টিকের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদনের যথার্থতা নিরূপন ও নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো কঠোর হতে হবে। পলিথিন নিষিদ্ধ করে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনার সাথে সাথে এর পুর্নব্যবহার ও রিসাইক্লিংসহ সামগ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তথ্য মতে, বাংলাদেশে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে ১৭ টি পণ্যের সংরক্ষণ ও পরিবহণ পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের একার পক্ষে সারাদেশে এটি থামানোর অভিযান চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষকে বোঝানো হচ্ছে সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জ। পলিথিনের ব্যাবহার রোধের বিষয়টি দেশব্যাপী যে গুরুত্ব হারিয়েছে সেটি বাজারে গেলে বা রাস্তায় সামান্য একটু হাঁটলেই বোঝা যায়। সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণ রোধে জাতিসংঘ প্রণীত রেজুলেশনে ২০০টি দেশ ইতোমধ্যে স্বাক্ষর করেছে। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্পকে সহজলভ্য করতে হবে। কমিউনিটিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাড়াতে হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেন, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিকর পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধের চেষ্টা করছি। যেখানে পলিথিন পাওয়া যাচ্ছে, অভিযান চালিয়ে অপরাধীদের ধরা হচ্ছে, মামলা দেওয়া হচ্ছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। অভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে মানুষকে পলিথিনের বিকল্প চটের ও কাগজের ব্যাগ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে। বাজারে কাগজ ও চটের ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে পলিথিনের ক্ষতি থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারি। তিনি আরও বলেন,২০২২ সালের জুনের মধ্যেই পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগ তৈরি করা সম্ভব হবে। পাটের বিকল্প বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিনের ব্যবহার প্রচলন করতে পারলে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পরিবেশ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরে মোবাইল কোর্টে ৪৯ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় ও প্রায় ২ টন পলিথিন জব্দ করেছে। জনসচেতনতার অভাবে আমরা অনেক কিছুতেই পিছিয়ে পড়ি। ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও পলিথিন যথাস্থানে না ফেলার কারণে পরিবেশের জন্য বড়ো সমস্যা সৃষ্টি হয়। ক্ষতিকর এসব পণ্যের বিকল্পও আমাদের ভাবতে হবে। সেগুলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। পলিথিন নিষিদ্ধ করাই একমাত্র সমাধান নয়। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, টিভি চ্যানেল, মসজিদের ইমাম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

আমাদের অভ্যাস এবং সচেতনতাই পারে পলিথিনের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য, পলিথিনের বিরূপ প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষার জন্য আমাদের ভেবে দেখা দরকার। পরিবেশ দূষণ বন্ধে কমিউনিটিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারি ।

#

২৭.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার